২৬

২১.১২.২০২৩

এস বি

সি টি ৫৫০

কলকাতার সাংবিধানিক রিট এখতিয়ারে উচ্চ আদালতে

আপিল সাইড

২০১৯ সালের ডব্লিউ পি এ ১৯১২৩

জেনিন্স ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স টিপিএ লিমিটে

বনাম

সহকারী শ্রম কমিশনার (কেন্দ্রীয়) এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য ।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য
মিসেস অপরূপা ভট্টাচার্য
...আবেদনকারীর জন্য।
মিসেস দেবযানী ঘোষাল
... ইউনিওন অফ ইন্ডিয়া
র জন্য

১. পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট, ১৯৭২ এর অধীনে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ২৩শে আগস্ট, ২০১৯ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে (অতঃপর "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

২. অপ্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, উত্তরদাতা নং ৩, আবেদনকারীর সিআরএম বিভাগে নির্বাহী পদে একজন কর্মচারী ছিলেন। ৬ বছর এবং ৯ মাস চাকুরী পূর্ণ করার পর, উল্লিখিত উত্তরদাতা তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। যেহেতু, উল্লিখিত পদত্যাগটি কোম্পানির নীতির পরিপন্থী এবং এক মাসের নোটিশের জন্য প্রদান করেনি, তাই আবেদনকারীর দ্বারা এটি গ্রহণ করা হয়নি।

৩. পরবর্তীকালে, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে, উত্তরদাতা নং

৩ ফর্ম এন এর মাধ্যমে আবেদন দায়ের করেছেন

উল্লিখিত আইনের বিধান অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি।

৪. উল্লিখিত আবেদনটি দরখাস্তকারীর দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, এই দাবি করে যে, যেহেতু উল্লিখিত উত্তরদাতা এক মাসের নোটিশ দিয়ে তার পদত্যাগপত্র জমা দেননি এবং কোম্পানির ডেটা ভিত্তিক তথ্যের অপব্যবহার করেছেন, উত্তরদাতা নং ৩ গ্র্যাচুইটির অধিকারী নন। .

৫. রেকর্ডে থাকা উপকরণের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে উত্তরদাতা নং ৩ টাকা গ্রাচুইটির জন্য প্রাপ্য। ২০,০০০/- বার্ষিক @ ১০% সুদের সাথে, ৬ ই মার্চ, ২০১৬ থেকে অর্থপ্রদানের প্রকৃত তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য তার একই আদেশ থেকে নিশ্চিত করা হবে তারিখ ১৭ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

৬. তারপর থেকে, ১৭/১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ফর্ম আর '-এ একটি নোটিশের মাধ্যমে, আবেদনকারীকে উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল৷ ২০,০০০/- উত্তরদাতা নং ৩ কে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির প্রতি বার্ষিক ১০% সুদের সাথে ৬ ই মার্চ, ২০১৬ থেকে কার্যকর৷

৭. কন্ট্রোলিং অথরিটি কর্তৃক প্রণীত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে, ২০শে জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখে আবেদনকারীর দ্বারা একটি আপীল দায়ের করা হয়েছিল। একই সাথে, আবেদনকারী ডেপুটি চিফ কমিশনারের কাছে আপিল ফাইল করার সাথে সাথে জমা করেছিলেন

(কেন্দ্রীয়) এবং উল্লিখিত আইনের অধীনে আপীল কর্তৃপক্ষ একটি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ২০,০০০/- টাকা, যেমনটি ধারা ৭ (৭) এর অধীনে একটি আপীল বজায় রাখার জন্য বিধিবদ্ধভাবে জমা করা প্রয়োজন।

৮. আপীলে দাবি করা হয়েছিল যে উত্তরদাতা নং ৩ নির্দিষ্ট অসদাচরণ করেছে এবং তার পদত্যাগের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

৯. প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, পূর্বোক্ত আপিল যা আপীল নং ৪৮ (১২) / ২০১৯ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল, আপীল কর্তৃপক্ষ ৩১শে জুলাই, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছিল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, যদিও, আবেদনকারী অভিযোগ করেছিলেন যে অসদাচরণ, আপীলকারী হিসাবে আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ৩ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হননি এবং সেই অনুযায়ী আবেদনকারী/আপীলকারীকে সমাপ্তির তারিখ থেকে ৮ শতাংশ সুদের সাথে ২৭,৩৪৪/- টাকা পরিশোধ করতে নির্দেশ দেন। উল্লিখিত উত্তরদাতার পদত্যাগের এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৫ ই এপ্রিল, ২০১৬ থেকে সেই তারিখ পর্যন্ত যখন আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে উত্তরদাতার পক্ষে ৩ নং গ্রাচুইটি বিতরণ করেছেন৷

১০. উপরোক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।

১১. মিঃ ভট্টাচার্য, দরখাস্তকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে আপীল কর্তৃপক্ষ এই সত্যটি বিবেচনায় নেয়নি যে উত্তরদাতা নং ৩ এক মাসের নোটিশ দেননি এবং যেমন, প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করার সময় উক্ত মাসের বেতন গণনা করা হবে না উত্তরদাতার পক্ষে নং ৩. এটি মিঃ ভট্টাচার্যের মতে, একটি অনিয়ম গঠন করে ভিতরে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি এবং সেই হিসাবে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করা উচিত। এটা জমা আছে যে আছে অন্যান্য ভিত্তি, যা পূর্বোক্ত আদেশকে বেআইনি করে তোলে। এই আদালতের রিট পিটিশনটি গ্রহণ করা উচিত এবং বিবাদীদেরকে তাদের হলফনামা দাখিল করার আহ্বান জানানো উচিত।

১২. যেহেতু, উত্তরদাতা/ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে কেউ উপস্থিত ছিলেন না, মিসেস ঘোষাল, বিজ্ঞ উকিল, যিনি সাধারণত ভারতের ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত হন এবং আদালতে উপস্থিত থাকেন, তাকে উত্তরদাতা নং-এর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ১ এবং ২. তার নিয়োগ নিয়মিত করা হোক।

১৩. মিসেস ঘোষাল সামগ্রী থেকে তা জমা দিয়েছেনরেকর্ড করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবে যে উত্তরদাতা নং ৩ আবেদনকারীর একজন কর্মচারী ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি তার পদত্যাগপত্র জমা দেন। এক মাসের নোটিশ না দেওয়ার সত্যতা নেওয়া হয়েছিল

আপিল কর্তৃপক্ষের বিবেচনায়। স্বীকার্য, উত্তরদাতা নং ৩ কাজ করেছেন ক্রমাগত ৫ বছরের বেশি সময় ধরে এবং এইভাবে, তাকে গ্র্যাচুইটি অস্বীকার করা যায় না।

১৪. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনেছেন এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছেন। এটি উপলব্ধ উপকরণ ভিত্তিতে লক্ষ্য করেছেন যে উত্তরদাতা নং. আবেদনকারীর মতে, পদত্যাগটি নিয়মানুযায়ী ছিল না এবং তাই উত্তরদাতা নং ৩ গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না। আমি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি পর্যবেক্ষণ করেছি৷ আপিল কর্তৃপক্ষ পদত্যাগপত্র জারির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ত্রুটিগুলো যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়েছেন। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে এক মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে গ্র্যাচুইটি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দরখাস্তকারী, তবে, রিট পরিবর্তে এক মাসের বেতন। আমি পিটিশনে দাবি করেছেন যে আপিল কর্তৃপক্ষ গ্রাচুইটি নির্ধারণের সময় ভুলভাবে গত মাসের বেতন গণনা করেছেন, যেহেতু, পিটিশনকারী কর্তনের অধিকারী হওয়ায় বিগত মাসের বেতন উত্তরদাতাকে প্রদেয় হয়নি।

যাইহোক, লক্ষ্য করেছেন যে আপীল কর্তৃপক্ষ পূর্বোক্ত নোটিশের সময়কাল যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী উত্তরদাতার পদত্যাগের তারিখ থেকে এক মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অর্থাত্ ৫ এপ্রিল, ২০১৬ থেকে গ্রাচুইটি বিতরণের নির্দেশ দিয়েছিল নোটিশ দিতে ব্যর্থ হলে এক মাসের বেতন বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে কিন্তু তা কোনো কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ বাজেয়াপ্ত হবে না।

১৫. উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, আমি আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আবেদনকারী ব্যর্থ হয়েছে আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত কোনো এখতিয়ারগত ত্রুটির চেয়ে কম কোনো অবৈধতা চিহ্নিত করা।

১৬. রিট পিটিশন ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী বরখাস্তহয় ।

১৭. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপির জন্য আবেদন যদি উপর পক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা উপলব্ধ করা হবে।

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।